পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

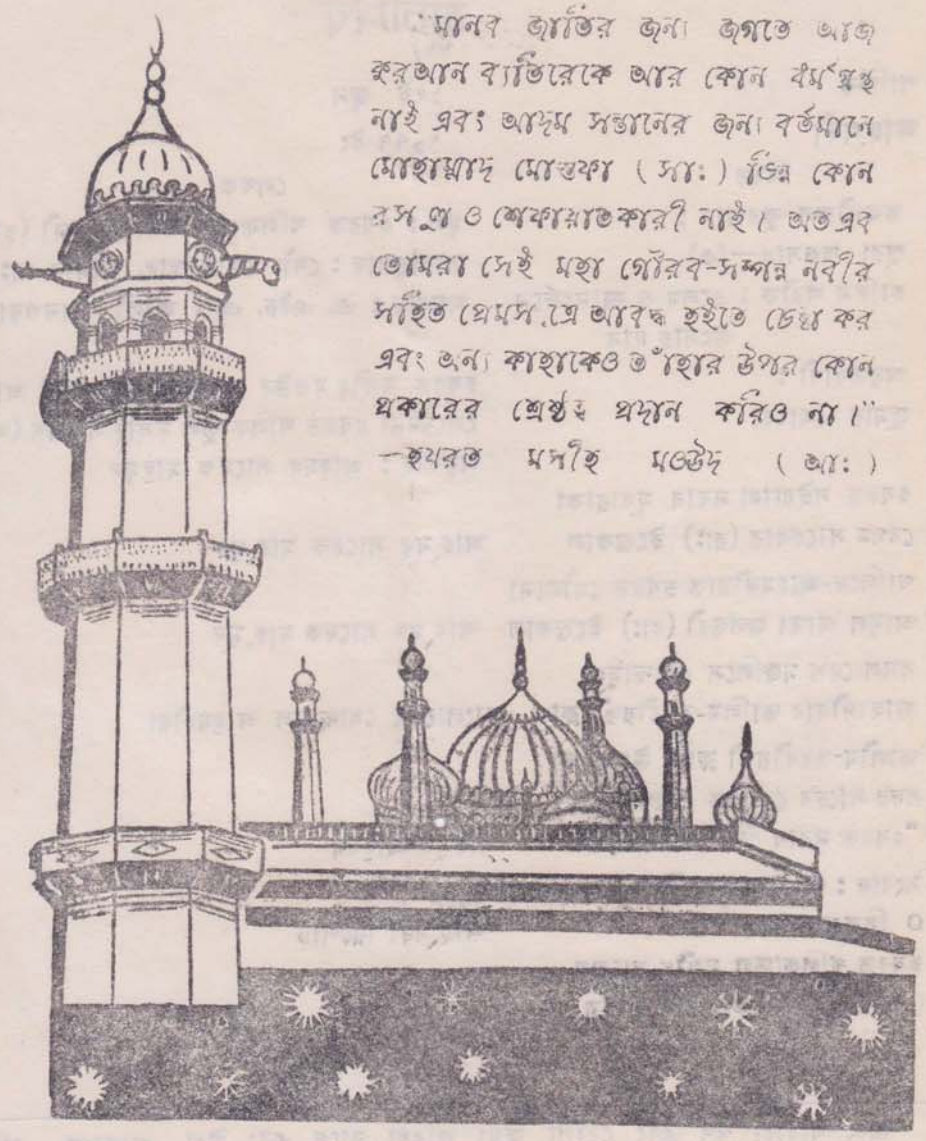

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৩রা সংখ্যা

৩২শে জৈাষ্ঠ ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই জুন ১৯৭৭ ইং : ২৭শে জমাঃ সানি ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জুন
১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ
৩য়া সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা কওসার—(৩)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : এলেম ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দান	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
০ অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৮
০ জুমার খোৎবা	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ হযরত সইয়াদা নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবার (রাঃ) ইন্তেকাল	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ খালিদে-আহমদীয়াত হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ) ইন্তেকাল	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৭
০ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ	বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া	১৯
০ তালীম-তরবীয়তী ক্লাশ উপলক্ষ্যে সদর সাহেব প্রেরিত পয়গাম :		২৩
০ "হযরত নবাব মোবারাকা বেগম"	মাহমুদ আহ্‌মদ	২৪
০ সংবাদ : ০ খেলাফত দিবস উদ্‌যাপিত		২৭
০ যিক্‌রে খাইর সভা	আহ্‌মদী রিপোর্ট	
০ হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর একটি পবিত্র পত্র		২৮

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা তওবা-৫ম রুকু)।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

জিল্লুর রহমান খান

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৩ রা সংখ্যা

৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বাং : ১৫ই জুন ১৯৭৭ ইং : ১৫ই এহসান ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরে কবীর'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের' তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কওসার শব্দের অর্থ কেবল নহর বিশেষ হইলে, আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ فصل لربك وانحر - ان شانئك هو الابتر অর্থের দিক দিয়া অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। এই অংশের অর্থ "সুতরাং তোমার রবের নামায পড় এবং কুরবানী কর, নিশ্চয় তোমার দুশমন নির্বংশ হইয়া যাইবে।" যদি বেহেস্তে নহর লাভের ফলে নামায ও কুরবানীর আদেশ হইত, তাহা হইলে আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বেহেস্তে উক্ত নহর দেখার পর শুকুরগুজারীতে তিনি নফল নামায পড়িয়াছিলেন এবং কুরবানী করিয়াছিলেন বলিয়া হাদিসে বর্ণনা পাইতাম। কিন্তু আমরা ইহার কোন বর্ণনা পাই না। পরবর্তী কথাটি আরও বেখাপ্পা হইয়া পড়ে। জান্নাতের নহর লাভ করিলে দুশমন নিশ্চয় নির্বংশ হইবে কিরূপে এবং ইহা বলার তাৎপর্যই বা কি। কাফেরগণ পরকালে বিশ্বাস করিত না। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) পরকালে কওসার লাভ করার ফলে তাহাদের সন্তান নিধন হইবে বলা অর্থহীন বাক্য। পক্ষান্তরে তাঁহার কওসার লাভের ফলে ইহলোকে আমরা তাঁহার কোন দুশমনের পুত্র মরার সংবাদও পাই না। বাকী পরকালে দুশমনদের সন্তান মরার কোন প্রশ্ন উঠে না। পরকালে অবিশ্বাসী মুশরেকদের নিকট এরূপ কথা

হাস্যকর। সুতরাং পরকালে নহর লাভের সহিত পরবর্তী আলোচিত তিনটি বিষয়ের কোন সামঞ্জস্য নাই।

পবিত্র কুরআন করীম এবং আল্লাহতায়ালার দীদার (সাক্ষাৎ) জান্নাতের নহর হইতে উচ্চাঙ্গের নে'মত। কিন্তু আমরা তাঁহাকে উপরুক্ত দুই নে'মত লাভের জন্য নামায পড়িবার ও কুরবানী করার আদেশ পাইতে দেখি না। আঁ-হযরত (সাঃ) যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বক্ষদেশে মস্তক রাখিয়া এন্তেকাল করেন, তখন তাঁহার দারুন মৃত্যু যাতনা দেখিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমি মনে করিতাম বুঝি পাপীগণের মৃত্যু যন্ত্রনা বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু-কষ্ট দেখিয়া আমি এরূপ ধারণা রাখার জন্য নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করিলাম। আমি বুঝিলাম যে, মৃত্যু যন্ত্রনার সহিত ঈমানের কোন সম্বন্ধ নাই।" এরূপ কঠোর যন্ত্রনার সময়ে, যে নহর লাভের জন্য নামায পড়া, কুরবানী করা ও দুশমনের সন্তান মরার কথা, সেই নহরে যাওয়ার সম্বন্ধে তিনি মুখে কোন কথা আনেন নাই। বরং তিনি বার বার বলেন, الى الرفيق الاعلى - الى الرفيق الاعلى "আমি সর্বোচ্চ বন্ধু (খোদার)-র নিকট যাইতেছি। আমি সর্বোচ্চ বন্ধু (খোদা)-র নিকট যাইতেছি।" নবুওত লাভ, খাতামান্নবীয়ীন খেতাব প্রাপ্তি এবং সকল নবীর নেতৃত্ব লাভ, এগুলি সব অতি উচ্চাঙ্গের নে'মত। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটির শুকুরগুজারীর জন্য আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে নামায পড়িবার ও কুরবানী করার আদেশ লাভ করিতে দেখি নাই। বড় বড় নে'মত সমূহের জন্য শুকুগুজারীর কোন আদেশ নাই। অথচ ছোট নে'মতের জন্য এরূপ আদেশ, একেবারেই অবাস্তব কথা।

প্রকৃত কথা এই যে আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে সকল অভূতপূর্ব নে'মত সমূহে ভূষিত করিতে চলিয়াছেন, উহার ফলে তাঁহার ও তাঁহার অনুগামীগণ ও উম্মতের জন্য বহুবিধ বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তি দেখা দিবে এবং বহু দুশমন খাড়া হইবে। এই সকল হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবার জন্য আল্লাহতায়ালা নামায পড়ার ও কুরবানী করার আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ পালন করিয়া যাইতে থাকিলে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে এবং দুশমন নির্বংশ ও নির্মূল হইয়া যাইবে। আঁ-হযরত (সাঃ) ও তাঁহার উম্মত সদা কামিয়াব রহিবে। আমরা সদা প্রত্যক্ষ করি যে, কেহ ছোট ছোট নে'মত লাভ করিলেও লোকে তাহার প্রতি হিংসা করে। বড় নে'মত লাভ হইলে তো কথাই

নাই। আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্তায়ালা ইহাই বলিতেছেন যে, "হে মোহাম্মদ (সাঃ)। তোমাকে এরূপ নে'মতরাশি দ্বারা ভূষিত করিতে যাইতেছি, যাহা আদম (আঃ) হইতে এযাবৎ কাহাকেও করি নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত সেরূপ কেহ লাভ করিবে না। সেই জন্য জগত তোমাকে হিংসা করিবে এবং বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে তাহার প্রতিকার বলিয়া দিতেছি। তুমি নামায পড় এবং কুরবানী দাও। তাহা হইলে তুমি সফলকাম হইবে।" সুতরাং নামায পড়ার ও কুরবানী দেওয়ার সহিত জান্নাতের নহর লাভের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইহার সম্বন্ধ পার্থিব কওসরের সহিত থাকিতে পারে। পরলোকের কথা হইলে পরলোকে নিঃসন্তান হওয়া দুশমনগণের জন্য ইহলোকে কোন প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইবে না। তাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং যে কওসার লাভের ফলে দুশমনের নিঃসন্তান হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে, উহা ইহজগতেই সংঘটিত হইতে হইবে। নচেৎ যে বস্তু দুনিয়াতে বর্তমান নাই, উহার জন্য আবু জেহেলের হিংসা করার কিছু নাই। উপস্থিত কল্যাণ দেখিয়াই হিংসার উদ্রেক হয়, অজ্ঞাত ও অবিশ্বাস্য বস্তু নিয়া কেহ হিংসা করে না। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা অত্র সুরায় পূর্ব হইতে জানাইয়া দিতেছেন যে অভূতপূর্ব জাগতিক কল্যাণ লাভের ফলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার উম্মতের প্রতি অবিশ্বাসীগণ সদা দুশমনি করিবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। ইহার প্রতিকার হইল নামায পড়া এবং কুরবানী দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা নিরাপদ রহিবেন এবং আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয়ের ছায়াতলে সদা উন্নতিশীল থাকিবেন।

প্রকৃত পক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে যে কওসার দান করা হইয়াছে, উহার আন্দাজ করা ও বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে কওসার অর্থাৎ বহু কল্যাণ বলেন, উহার বর্ণনা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা দিতে পারেন। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য নিম্নে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

আল্লাহ্তায়ালা এই সুরা اِنَّا (ইন্না) বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল "নিশ্চয় আমরা"। আল্লাহ্তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন, তাহা সাধারণতঃ ফেরেস্তা এবং প্রাকৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের মাধ্যমে সংঘটিত করিয়া থাকেন। সেই জন্য যে ক্ষেত্রে কোন কার্য সম্পাদনার বিষয় থাকে, উহার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালার ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন, সে

ক্ষেত্রে কখনও বহুবচন ব্যবহৃত হয় না। যেমন আল্লাহতায়ালার এবাদতের প্রশ্ন। এরূপ ক্ষেত্রে কখনও আল্লাহতায়ালা এ কথা বলেন না যে, "আমাদের এবাদত কর", বরং তিনি ইহাই বলেন যে "আমার এবাদত কর এবং শেরক করিও না,"। যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে বহু কল্যাণ দানের কথা আছে, সুতরাং ইহার সহিত ফেরেস্তা এবং বিধানের প্রশ্ন জড়িত আছে, সেই জন্য এখানে আল্লাহতায়ালা যথার্থভাবেই "আমরা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা যখন কোন ওয়াদা করি, তখন উহার নিশ্চয়তা দানের জন্য 'নিশ্চয়' শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি। কমজোরীর জন্য আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দান করা সত্বেও ওয়াদা পালনে অক্ষম হই। কিন্তু এ কথা আল্লাহতায়ালার জন্য খাটে না। তাই তিনি তাঁহার ওয়াদা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়া ইহার অখণ্ডনীয়তা সপ্রমাণ করিতেছেন: এই ওয়াদাকে আরও নিশ্চিত করার জন্য তিনি বলিয়াছেন اعطينا ك ! "আমরা তোমাকে দান করিয়াছি।" ভবিষ্যৎ দানের সম্বন্ধে অতীতকালের ব্যবহার দানের অবশ্যম্ভাবিতাকে দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে। এই সুরা এমন এক সময়ে নাযেল হয়, যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আনুগামীগণের সংখ্যা মাত্র ১০।১২ জন এবং দুশমনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এ দুশমনী আজও সচল রহিয়াছে এবং জবরদস্ত আকারে প্রকট। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ওয়াদা, তাঁহার বিরুদ্ধে দুশমনী যত প্রবল হইবে, আল্লাহতায়ালার ফজলও তত বিশাল হইবে। অতীতেও ইহা ঘটিয়াছে, এখনও উহা ঘটিবে এবং ভবিষ্যতেও ইহা ঘটা সুনিশ্চিত ও অখণ্ডনীয়। কিন্তু আমাদের কর্তব্য তাঁহার এবাদতে ও কুরবানীতে কায়েম ও দায়েম থাকা। তাহা হইলে আমরা তাঁহার কাজের ত্রিবিধ প্রকাশ দেখিব। প্রথম তাঁহার সরাসরি ক্রিয়া, দ্বিতীয় ফেরেস্তার মাধ্যমে ক্রিয়া এবং তৃতীয় তাঁহার বিধানের মাধ্যমে ক্রিয়া এবং পরিণামে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অধিক হইতে অধিকতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং সদা সম্প্রসারণশীল ও ব্যাপকতর কল্যাণলাভ এবং দুশমনগণের নিশ্চিত পরাজয় ও বিনাশ ঘটা দেখিতে থাকিব।

মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল আছে যাহারা খোদাতায়ালাকে মানে এবং বিশ্বাস করে যে তাঁহার নাম লইয়া কেহ মিথ্যা কসম খাইতে পারে না। ইহাদের জন্য আল্লাহর নামে কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়। আর একদল আছে, যাহারা

খোদাতায়ালা অপেক্ষা আখলাকী প্রমাণকে বেশী গুরুত্ব দেয়। তাহাদের জন্য খোদাতায়ালার সহিত ফেরেস্তার মাধ্যমে ক্রিয়া দর্শনের প্রয়োজন। তাহাদের জন্য আল্লাহর নামের সহিত তিরস্কারকারী আত্মার দ্বারা সংঘটিত প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আবার একদল আছে, যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালা এবং ফেরেস্তা মানে না। তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যম প্রয়োজন হয়। এই ত্রিবিধ পন্থায় মানুষের পরিবর্তন হয় বলিয়া, আল্লাহ্‌তায়ালা "নিশ্চয় আমি" না বলিয়া إنا "(ইন্না) নিশ্চয় আমরা" বলিয়াছেন। প্রথম দলের দৃষ্টান্ত যেমন হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত যায়েদ (রাঃ), হযরত আলি (রাঃ)। তাঁহারা বিনা প্রমাণে সরাসরি আল্লাহ্‌তায়ালার নামে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দাবী শুনিয়া বিনা দলীলে তাঁহাকে মানিয়াছিলেন। এক আরবী আসিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ! আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ঐ আরবী আর দ্বিতীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, তাঁহাকে মানিয়া লয়েন। এই সকল লোকের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নাম যথেষ্ট।

উক্ত প্রকার শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিবর্গের নিম্নে এক স্তরের লোক আছে, যাহারা অধিকতর রূহানী প্রমাণ চাহে। যাহারা উচ্চ স্তরের ব্যক্তি তাহারা নবীকে দাবীর সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লয়, এবং কতক লোক যাহারা তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না কিন্তু কিছু প্রমাণ দেখিয়া মানিয়া লইবার পর সহসা তাহাদের জীবনে মহা পরিবর্তন দেখা দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফেরেস্তা সদৃশ হইয়া যায়। তখন মানিতেই হয় ফেরেস্তা তাহাদের সঙ্গী হইয়া তাহাদিগের উপর পবিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ কিছু শুদ্ধচিত্ত লোক ছিলেন, যাঁহারা পূর্ব হইতেই তাঁহাদের সততা ও সাধুতার জন্য নেক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যাহারা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকিত এবং ফেতনা ফসাদ ও যুলুম করিত। তাহারা ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জীবনে আমূল পরিবর্তন নামিয়া আসে, যাহা দেখিয়া এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে ফেরেস্তা ক্রিয়া করে।

তৃতীয় বিষয় হইল প্রাকৃতিক বিধান আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সাহায্য করিবার কথা। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উহার মধ্যে ঐ সব চিরন্তন সত্য

সন্নিবেশিত রহিয়াছে, যাহা কোন যুক্তিবাদী মানুষ অস্বীকার করিতে পারে না। এক দিকে উহা যেমন যুক্তিপূর্ণ অপর দিকে তেমনি উহা রুহানীয়তে পরিপূর্ণ। বিদ্বেষ মুক্ত হইয়া যে উহার প্রতি মনোনিবেশ করিবে, সেই উহার শিকার হইয়া যাইবে। হযরত উমর (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কে হত্যা করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথেই তাঁহার সত্যতার প্রমাণের শিকার হইয়া, আত্ম-সমর্পন করেন।

ভবিষ্যতে যে সকল কল্যাণ আসিবার কথা তাহা পরের বিষয়, কিন্তু এই সুরা যখন নাযেল হয়, তখনই উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের প্রমাণ মক্কাবাসীগণের নিকট মওজুদ ছিল। খোদাতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য কথা বলিতেছিলেন, ফেরেস্তা তাঁহার সাহায্যার্থে কাজ করিতেছিল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহার সহায়তা করিতেছিল। এইভাবে আল্লাহ-তায়ালা ঘোষণা করিতেছিলেন, "আমি, আমার ফেরেস্তা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহাকে কওসারে ভূষিত করিতে চলিয়াছি। হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যদি আমার কথা শুনিতে না পাও, তোমরা কি আমার ফেরেস্তার ক্রিয়া দেখিতেছ না? যদি তোমরা ফেরেস্তার ক্রিয়া না দেখ, তাহা হইলে তোমরা কি দেখিতেছ না যে, এখন সারা দুনিয়ার সকল ধর্ম কু-সংস্কারে নিমজ্জিত এবং যুক্তি ও প্রকৃতি বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ। ইহার মোকা-বেলায় তাঁহার শিক্ষা সর্বৈব যুক্তি ও প্রকৃতি সম্মত। অতএব তোমরা কেন বুঝিতে চাহ না যে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের গৃহ ছারখার হইয়া যাইবে, তাহাদের দেবদেবীগণ ভূলুণ্ঠিত হইবে এবং ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় একদিন সকলকেই তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পন করিতে হইবে। তিনিই প্রবল, তিনিই প্রধান হইবেন। সুতরাং বিশ্বাস রাখ যে, আমি আমার ফেরেস্তা ও প্রাকৃতিক বিধানসহ তাঁহাকে কওসার দিতে চলিয়াছি। উহা ব্যাপকতা, গভীরতা ও উচ্চতায় বেনযীর হইবে।"

জাগতিক ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই যে, বাদশাহ যখন কোন ফরমান জারী করেন, তখন তিনি "আমরা" শব্দের ব্যবহার করেন। ইহার অর্থ এই যে রাজ্যের সকল শক্তি তাঁহার ফরমানকে কার্যকরী করার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে। তেমনি খোদাতায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে কওসার দানের ব্যাপারে "আমরা" শব্দের ব্যবহার দ্বারা ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, সারা সৃষ্টি এ কাজে নিয়োজিত হইবে এবং তাঁহার বিজয় বিশ্ব-জোড়া এবং পূর্ণ আকারে সংঘটিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

আহ্‌মদী ১৫ই জুন—১৯৭৭ ইং

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান

৮৪। হযরত ইবনে মস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেনঃ "আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সদা ভাল এবং সুখী রাখুন, যে আমার নিকট কোন ভাল কথা শোনে এবং আগে উহা ঠিক সেই রূপই পৌঁছায়, যেরূপ শুনিয়াছিল। ক'রণ, অনেক এমন মানুষ আছে যাহাদিগকে কথা পৌঁছান হয়, তাহারা শ্রোতা হইতে অধিক স্ম ণ রাখিতে পারে এবং বুঝিয়া শুনিয়া উপকৃত হয়।"

(তিরমিজি)

৮৫। হযরত মুয়াবিয়াহ (রাযিঃ) ব লেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু অ'লাইহে ওয়া স'ল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "যে ব্যক্তির আল্লাহ্‌-তায়ালা মঙ্গল চাহেন এবং তাহাকে উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দেন।" (বুখারী)

৮৬। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন : আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া স ল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি : "যে ব্যক্তি জ্ঞানর্জনের তালাশে বাহির হয়, আল্ল হ্‌তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজা সহজ করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ বিদ্যার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের পাখা তাহার সম্মু খ পাতিয়া দেন এবং জ্ঞানীর জন্য জমিন ও আসমানবাসী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমন কি, পানির মৎসগুলিও তাহার জন্য দোওয়া করে। 'আলেমের' (জ্ঞানী ব্যক্তির) ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) আবেদ তথা এবাদতকারী সাধকের উপর তেমনই, যেমন চাঁদের ফযিলত অন্য গ্রহ নক্ষত্রের উপর রহিয়াছে। এবং উলামা নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা পয়সা ওয়ারিশী ছাড়িয়া যান না, বরং, তাঁহাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ হইল তত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে মগ সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধিকারী হয়।" (তিরমিযি)

'হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধ রাবাহিক অনুবাদ) : —এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

মানুষের নিজের আমলের উপর গর্ব করা উচিত নয়, আমল ব্যর্থও হইয়া থাকে।

যখন দুনিয়ার সংমিশ্রণ সংযুক্ত হয়, তখন নেক আমলের উত্তম ফল লাভ হয় না।

"মানুষের নিজের আমলের উপর গর্বান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা আমল ব্যর্থও হইয়া থাকে। 'রেয়া' বা লোক দেখানো মনোভাব পূণ্য ভ্রষ্টের কারণ হয়। যেমন চাঁদার ব্যাপার। উহা যদি অহঙ্কারের সহিত দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত কল্যাণ ও দান নষ্ট হইয়া যাইবে। উহা কখনও খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে গণ্য হইবে না। এ ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তের কথা আমার স্মরণ পড়িল। একজন বুজুর্গ এক বড় জনসমাবেশে উল্লেখ করিলেন যে, এক হাজার টাকার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া উক্ত টাকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ইহাতে সমাবেত লোকদের মধ্যে যখন তাহার খুব প্রংশসা করা হইল, তখন সে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আসিয়া বলিল, 'হযরত, আমার বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। ঐ টাকা আমার মায়ের ছিল, তিনি উহা ফেরৎ চান।' উপস্থিত লোকজন ইহা শুনিয়া তাহাকে অত্যন্ত উৎসনা করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি বাহানা ও ভান করিতেছে। দান করিয়া সে দুঃখিত হইয়াছে এবং এই মিথ্যা ওজর আঁটিয়াছে। তারপর, রাত কাটিলে সেই ব্যক্তি বুজুর্গের গৃহে উপস্থিত হইল এবং পুনরায় সেই টাকা পেশ করিয়া বলিল যে, 'এই টাকা আমি মানুষের প্রংশসা শুনিবার জন্য দিই নাই, আমি আপনাকে খোদাতায়ালার কসম দিয়া অনুরোধ করিতেছি যে আপনি ইহা কাহাকেও জানাইবেন না।' বুজুর্গ ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সত্যিই, যে ব্যক্তির মধ্যে রেয়াকারী থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন কোন নির্মল ও সুমিষ্ট খাদ্যে কুকুর মুখ দিয়া যায়। সব চাইতে বড় বিপদ রেয়াকারী। যখন দুনিয়ার সংমিশ্রণ আসিয়া সংযুক্ত হয়, তখন নেক আমলের উত্তম ফল লাভ হয় না। মানুষ পূর্ণ নহে। সুতরাং যখন মানুষের নফসে মুতমায়েন্নাহ্ (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা) লাভ হয়, তখন সে কাহারও পরোয়া করে না। আমি এ কথা বলি না যে, দান সর্বদা গোপন করিতে হইবে। কেননা কুরআন করীমে উভয় পদ্ধতিতে দানের অনুমোদন রহিয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, নফ্সের সংমিশ্রণ যেন না থাকে। অনেক সময় প্রকাশ্যে দান করিলে উৎসাহ ও প্রতিযোগিতার মনোভাবের সঞ্চার হয়। উক্ত নিয়তে প্রকাশ্যে দান অনেক সওয়াবের কাজ। বরং যাহারা তাহার পশ্চাতে দান করে, তাহাদের সকলের সওয়াব সেই ব্যক্তিও লাভ করিবে। (আল-বালাগুল মুবীন)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৫ শে মার্চ ১৯৭৭ ইং মসজিদে আকসা, রবওয়া]

বর্ত্তমান দিনগুলিতে এই তিনটি দোওয়া জামাতের বন্ধুদের খাসভাবে করা উচিত ঃ

(১) সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ইহজগতে এবং পরকালেও যেন কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি হয়।

(২) আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের দেশকে প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট ও দুষ্কৃতি এবং অশান্তি হইতে রক্ষা করেন এবং ইহাকে মজবুতী ও সংহতি দান করেন।

(৩) জামাত আহমদীয়াকে খোদাতায়ালা যেন প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার কোনও সদস্য যেন দুষ্কৃতি ও অশান্তিমূলক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত না হয়।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

আজ পুনরায় ভোর হইতে ভীষণ শারীরিক দুর্বলতা বোধ হইতেছে। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন, আল্লাহতায়ালা যেন ফজল করেন এবং সুস্থ্য রাখেন।

কতক জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে বলিয়াই আমি এখন নামায পড়াইতে আসিয়াছি। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জামাতের সামনে পেশ করিব।

আমরা যে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও তাঁহারই দিকে আরোপিত, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরেজাত লিন্নাস"

(সুরা আলে-ইমরান)

অর্থাৎ, মানবকুলের সকল ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ ও হিতাকাঙ্খা এবং তাহাদের খেদমত ও সেবার জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'খাইর' শব্দ কুরআন করীমে কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা কুরআনেই পাই। কিন্তু সেই বিস্তারিত বিবরণের দিকে আমি এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না। কেননা আমার শরীর ভাল নয়। আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি কথা বলিয়া দিতেছি অভাব গ্রস্থের অভাব পূরণ করাকেও কুরআন করীমে 'খাইর' বলা হইয়াছে এবং নিজেদের আমলকে তকওয়ার (খোদাভীরুতার) ভিত্তিতে খাড়া করাকেও কুরআন করীম 'খাইর' বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের যে সম্বন্ধ অন্যান্য মুসলমানের সহিত রহিয়াছে, তাহা স্বীয় অন্তরে আল্লাহতায়ালার খশিয়াত (প্রেমমিশ্রিত

ভীতি) স্থাপন এবং তাঁহার আদেশাবলী পালনের মাধ্যমে কায়েম হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা আছে, বস্তারিত ব্যাখ্যার দিক দিয়া এবং নীতিগত ভাবেও, যাহা কুরআন করীম বর্ণনা করিয়াছে। যাহউক, মুসলিম উম্মতকে মানব মণ্ডলীর হিতৈষণা, সার্বিক কল্যাণ ও খেদমতের জন্য কায়েম করা হইয়াছে।

ভালাই বা পরোপকার করার যে আমল, ইহা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। নীতিগত ভাবে, খাইর ও ভালাই করা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর উপর প্রত্যেকেই তাহার সাধ্য ও তওফিক অনুযায়ী আমল করিতে সক্ষম। সেই তওফিক ও ক্ষমতার ফলশ্রুতিতে মানুষ কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে বা একটি সীমিত সমষ্টিকে ফায়দা পৌঁহাইতে পারে। কেননা, উহার চাইতে বেশী কিছু করার তওফিক ও সাধ্য থাকে না। যেমন, কাহারও মালে তাহার ভাইকে অংশীদার করার প্রশ্ন। এখন এক্ষেত্রে তাহার নিকট যতটুকু মাল থাকিবে, উহার মধ্যেই সে অন্যকে অংশীদার করিতে পারিবে।

যখন হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল, তখন আনসারের মধ্যে যাহার কাছে যতটুকু মাল ছিল উহাতে তিনি তাঁহার মুহাজির ভ্রাতাকে সমাধিকারের ভিত্তিতে শরীক করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। কাহারও নিকট অল্প মাল ছিল, আর কাহারও নিকট বেশী—ইহা ঠিক, কিন্তু যতটুকুই যাহার কাছে ছিল তাহা পরস্পর অর্ধার্ধিভাবে বন্টন করিয়া লইতে তাঁহারা মুহাজিরদিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু গ্রহীতাগণ বলিলেন যে, আপনাদের মাল লইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত সামান্য সামান্য অর্থ কর্জস্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাদিগকে স্বাস্থ্য দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, হিম্মত দিয়াছেন, তারপর ইহাও যে, এই শিক্ষা দান করিয়াছেন যে

اليد العليا خير من اليد السفلى

—দাতার হাত গ্রহীতার হাত হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা নিম্ন মান কেন গ্রহ করিব। আমরা পরিশ্রম করিয়া নিজেরাও খাইব এবং আমাদের ভাইদিগকেও সাহায্য করার চেষ্টা করিব। মোট কথা, এ বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইতিহাসের এই ঘটনাবলী বড়ই ঈমান-উদ্দীপক, যাহা হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর মাদানী জীবনকালে সংঘটিত হইয়াছিল।

আমি ইহা বলিতেছি যে, মালের মধ্যে শরীক আপন অভাবগ্রস্থ ভ্রাতার জন্য ভালাই ও কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি করা—ইহাও 'খাইর'-এর একটি অংশ, কিন্তু সীমিত রূপেই। দুনিয়ার যে মাল বা শক্তি, ক্ষমতা ও সময়—এ সবই সীমিত। কেননা মানুষের জীবন সীমিত। কিন্তু খোদাতায়ালার শক্তি অসীম ও অনন্ত। তিনি অসাধারণ অনন্ত শক্তির অধিকারী। সেইজন্য তাঁহার কল্যাণ করণ শক্তি বা কার্য

উহার ব্যাপকতা ও উপকারিতার দিক দিয়া সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং অপরিসীম। অন্য কথায় প্রত্যেক ভালাই ও কল্যাণ খোদাতায়ালার নিকট চাওয়ার সহিতই সম্পর্ক রাখ।

মানুষ দোওয়ার মাধ্যমে কল্যাণের উপকরণ উদ্ভাবন করে, তাহার সমাজে তাহার সেই জীবনে যাহা সে এই জগতে অতিবাহিত করিতেছে। আল্লাহ্তায়ালা যদি চাহেন, তবে দোওয়ার প্রভাব সমগ্র দুনিয়ায় মানুষের উপর বিস্তার করিতে পারে। আল্লাহ্তালার জন্য ইহা সহজ ব্যাপার। তাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব হয়। সুতরাং যদি দোওয়া কবুল হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জগতের ভালাই ও কল্যাণের উপকরণ ও ব্যবস্থা হইয়া যায়। এজন্য আজ আমি পুনরায় তাকিদের সহিত জামাতকে দোওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই।

বন্ধুগণ দোওয়া করুন, যেন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি হয়। এরূপ কল্যাণের উপকরণ যেন সৃষ্টি হয় যাহা ইহজগতেও তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং মরণের পরও যেন তাহাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়। আল্লাহ্তায়ালার তৌহীদকে যেন মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ)-এর মা'রেফত ও পরিচয় লাভে সক্ষম হয়।

অতঃপর বন্ধুগণ দোওয়া করুন নিজেদের দেশের জন্য, আল্লাহ্তায়ালা যেন প্রত্যেক প্রকারের অহিত ও অশান্তি হইতে ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সংহতির ও মজবুতির সামান পয়দা করেন।

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে বন্ধুগণ এই দোওয়া করুন, আল্লাহ্তায়ালা যেন জামাত আহ্মদীয়াকে প্রত্যেক অপকার ও অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত রাখেন। এবং জামাতের কোন এক ব্যক্তির দ্বারাও যেন এই ভুল সংঘটিত না হয় যে, সে কোন প্রকারের অহিত সাধন ও অশান্তির কাজে লিপ্ত হয়, এবং সে ইহা বিস্মৃত হয় যে, খোদাতায়ালা তাহাকে বলিয়াছেন যে, 'তোমাকে আমি মানব মণ্ডলীর কল্যাণ ও হিত সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদিগকে দুঃখ ও ক্লেশ দানের জন্য, বা তাহাদিগকে উত্তেক্ত করা বা কষ্ট ও বিপদে ফেলার জন্য সৃষ্টি করি নাই।'

সুতরাং এই তিনটি দোওয়া খাসভাবে করিবার জন্য আমি এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি বলিয়াছি যে, আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, আমি দুর্বলতা বোধ করিতেছি, সেই জন্য এ পর্যায়েই এখন আমি আমার সংক্ষিপ্ত খোৎবা শেষ করিলাম।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ইহার উপর আমল করিবার তওফিক দান করুন।

(আল-ফজল)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত কন্যা, আল্লাহর বহুবিধ নিদর্শনের বিকাশস্থল এবং জামাত আহমদীয়ার মহামর্যাদাবান বুজুর্গ

হযরত সইয়্যাদা নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ) এন্তেকাল করিয়াছেন

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন

অত্যন্ত গভীর মর্মবেদনার সহিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামাতের ভগ্নি ও ভ্রাতাগণের নিকট এই মর্মান্তিক শোকসংবাদ জানান যাইতেছে যে সইয়্যাদনা হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহুল মওউদ (রাঃ)-এর ভগ্নী, হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃই)-এর ফুফু ও শ্বাশুড়ী এবং জমাতে আহমদীয়ার মহামর্যদাবান বুজুর্গ হযরত সইয়্যাদা নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা (রাঃ) কিছুকাল অসুস্থ থাকার পর আশি বৎসর বয়সে ২২ ও ২৩শে মে ১৯৭৭ইং তারিখের মধ্যবর্ত্তী রাত্রে বারটা পাঁচ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন সর্বোচ্চ প্রভু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলিয়া যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

২৩শে মে সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সইয়্যাদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) নামায জানাযা পড়ান। উহাতে সহস্র সহস্র আহমদী ভ্রাতা শামিল হন। তাঁহারা রবওয়া ব্যতীত দেশের দূরদূরান্ত বিভিন্ন স্থান হইতে জানাযায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে হযরত সইয়্যাদার শেষ যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে আহমদী ভগ্নিগণও বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হইয়াছিলেন। সকলই গভীর শোক ও মর্মবেদনায় নিমজ্জমান, অশ্রু সিক্ত চোখে সর্বক্ষণ দোওয়ায় ব্যপৃত ছিলেন। নামায জানাযার পর তাঁহাকে বেহেস্তী মকবেরায় হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ), হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ও হযরত মীর্যা বশির আহমদ (রাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানের বুজুর্গদের মাজারের চৌহদ্দির মধ্যে দাফন করা হয়। তাঁহার এন্তেকালে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাক্ষাৎ সন্তানদের মধ্যে এখন একমাত্র তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সইয়্যাদা নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা (মুদ্দা যিল্লাহাল আলী) ইহজগতে আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার বরকতপূর্ণ হায়াত দারাজ করুন। (আমীন)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, يتزوج ويولد له অর্থাৎ, ইমাম মাহ্দী এক বিশেষ বিবাহ করিবেন এবং তাঁহাকে (তাঁহার আরব্ধ কাজ—ধরাপৃষ্ঠে ঈমানকে পুণঃপ্রতিষ্ঠায় ও ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে) বিশেষ সন্তান দান করা হইবে। সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ)-এর কামেল বুরুজ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁহার 'দ্বিতীয় আবির্ভাব' প্রসঙ্গে সুরা জুমার আয়াত 'ওয়া আখারীনা মিনহুম-এর ব্যাখ্যায় "রজুলুন আও রিজালুন মিন হাউলায়ে" সংক্রান্ত বুখারী শরীফে উল্লেখিত হাদীসেও উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং তদনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র সন্তানের শুভ সংবাদ প্রদান করেন, এবং উহা তাঁহার তিন পুত্র (যাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা ও মুসলেহ্ মওউদ হন) ও দুই কন্যা এবং 'প্রতিশ্রুত পৌত্র'—বর্তমান তৃতীয় খলিফার মাধ্যমে পূর্ণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা পূর্ণ হইতে থাকিবে। যেমন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ইলাহী শুভ-সংবাদে প্রাপ্ত তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধে একখানে বলিয়াছেন :

"খোদায়া! তেরে ফজলোঁ কো করুঁ ইয়াদ।
বিশারত তুনে দি আওর ফের ইয়েহ্ আওলাদ॥

কাহা হারগিয নহী হোঙ্গে ইয়েহ্ বরবাদ।
বড়হেঙ্গে জইসে বাগোঁ মে হোঁ শমশাদ॥

খবর মুঝ্কো ইয়েহ্ তুনে বারহা দি।
ফাসুবহানাল্ লাযী আখ্যাল আয়াদী॥"

হযরত সইয়্যাদা নওয়াব মোবারকা বেগম (রাঃ) ২রা মার্চ ১৮৯৭ইং মোতাবেক ২৭শে রমজান মুবরেক ১৩১৪ হিজরীতে হযরত আম্মাজান নুসরত জাহান বেগম (রাঃ) এর পবিত্র গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্বে আল্লাহতায়ালা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ঐশীবাণী দ্বারা এই সুভসংবাদ দিয়াছিলেন : تنشا فى الحلية অর্থাৎ 'সে কন্যা অলংকারের মধ্যে লালিত পালিত হইবে।' (হাকীকাতুল ওহী, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২১৭।

হুজুর (আলাইহিস সালাম) ইহার ব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী রূপে লিখিয়াছিলেন যে, "আমার এই কন্যাটি অল্প বয়সে মারাও যাইবে না এবং সে কখনও দুঃখ-কষ্ট দেখিবে না।" সুতরাং অনুরূপই সংঘটিত হয়। অতঃপর হুজুর আকদাস (আঃ)-এর প্রতি এই এলহাম নাযেল হয়: "নওয়াব মুবারকা বেগম" (আল-হাকাম ৩০শে নভেম্বর, ১৯০১ইং পৃঃ)। উল্লিখিত এলহাম সমূহ এবং অন্যান্য কতক রোইয়ার ভিত্তিতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার সাহেবজাদাগণের তথা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ), হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ) এবং হযরত সইয়্যাদা মরহুমা (রাঃ)-এর কুরআন শরীফ খতম উপলক্ষে আমীন (দোয়ার) অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে লিখিত এক কবিতায় বিশেষভাবে তাঁহার (সইয়্যাদা মরহুমার) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:

'আওয়ার ইনকে সাথ কি হ্যায় এক দুখতার।
হ্যায় কুছ কম পাঁচ কি উওহ্ নেক আখতার॥
কালামুল্লাহ্ কো পড়তি হ্যায় ফরফর।
খোদাকা ফজল আওর রহমত সরাসর॥
হুয়া এক খাব মেঁ মুঝ পর ইয়েহ্ আযহার।
কেহ্ উসকো ভি মিলেগা বখতে বরতার॥
লকব ইজ্জত কা পাবে উওহ্ মুকর্রার।
ইয়েহী রোজে আযাল সে হ্যায় মুকদ্দার॥'

সুতরাং খোদাতায়ালা প্রদত্ত শুভসংবাদ অনুযায়ী তাঁহার বিবাহ মালীর কোটলা ষ্টেটের রইসে আজম এবং সইয়্যাদনা হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একজন বিশিষ্ট মুখলেস ও আত্মনিবেদিত মুরীদ 'হুজ্জাতুল্লাহ', হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান (রাঃ) এর সহিত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ইং অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের খোৎবা প্রদান করেন খলিফাতুল মসীহ আওয়াল হযরত মৌলনা হাকীম নূরুদ্দীন (রাঃ)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরে উল্লেখিত ইলহাম এবং বিবাহ সম্পর্কে স্বয়ং সইয়্যাদা মরহুমা লিখিয়াছেন: "নওয়াব মুবারাকা বেগম"-এর লকব নবাব খান্দানে বিবাহের প্রেক্ষিতে আমার জন্য মোটেই গর্বের বিষয় নয়। শুধু কোটলা ষ্টেটের নবাব। আমাকে তো আমার খোদা এক নাম দিয়াছেন। উহার বরকতময় ও ব্যাপক অর্থ হউক, খোদা করুন। অবশ্য আমার মরহুম স্বামীর যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা তাঁহার উচ্চ ঈমানকে দেখিয়া আমি উপলব্ধি করিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ আর কেহও উপলব্ধি করে নাই। তাঁহার সেই মুমেন সুলভ শান ও মর্যাদা আমার দৃষ্টিতে নবাবী হইতে কোটি কোটি গুণ বেশী ছিল।"

হযরত সইয়্যাদা মাহমুমা (রাঃ) সেলসেলা আহমদীয়া এবং হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর মুবারক যুগ,—বিশেষতঃ হুজুর (আঃ)-এর পবিত্র গৃহাভ্যান্তরীণ জীবন সম্পর্কিত অতিমূল্যবান তথ্যাবলীর বাহক ছিলেন। সেই জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবন সম্পর্কিত 'যিকরে হাবীব" বিষয়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষ শান ও মর্যাদা বহন করে এবং তাহা সেলসিলার লিটারেচারে চিরস্মরনীয়, অমর ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার এই বৈশিষ্ট্যও দান করিয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চাঙ্গীন পবিত্র সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারীনী ছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনা সমূহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সার গর্ভ ও সূক্ষ্মতত্ব-সম্পন্ন এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত উচ্চ সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও মর্যাদার অধিকারীও বটে। যেমন কাব্যে তেমন গদ্য রচনায়ও তাঁহার এক সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতি ও ধারা ছিল। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত প্রঞ্জল, সাহিত্যিক রস ও মাধুর্যভরা, পবিত্র, সজিব, প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী ছিল, যাহা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবেগ-উচ্ছল দোওয়া সমূহের প্রভাব এবং হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর উত্তম তরবিয়ত ও শিক্ষার ফলশ্রুতি ও কল্যাণ প্রসূত ছিল।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক প্রকারের বিপুল দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত ও কল্যাণে ভূষিত করিয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে এমন স্বামী দানে ভূষিত করিয়াছিলেন যে তিনি পার্থিব উচ্চ মান-মর্যাদা ছাড়াও অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী পরহেজগার, হৃদয়বান এবং দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী ছিলেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতি এই এলহাম নাজেল হইয়াছিল: "হুজ্জাতুল্লাহ্" (আল্লাহ্র অকাট্য যুক্তি)। আল্লাহতায়ালা হযরত সইয়্যাদাকে দুই পুত্র নবাব মুহাম্মদ আহমদ খান ও নবাব মস্উদ আহ্মদ খান এবং তিন কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জেষ্ঠা কন্যা হযরত সাইয়্যাদা মনসুরা বেগম সাহেবা আমাদের বর্ত্তমান প্রিয় মহান খলীফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্ত্রী। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সাইয়্যাদা মাহমুদা বেগম সাহেবা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তৃতীয় পুত্র মোহতারম ডাঃ মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা সাইয়্যাদা আসেফা মাসুদা বেগম সাহেবা হযরত কামরুল অম্বিয়া মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর পুত্র ডাঃ কর্ণেল মির্যা

মুবাশশার আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী। উক্ত সন্তানদিগের তরফ হইতে আল্লাহতায়ালা হযরত সাইয়্যাদা মরহুমাকে বিপুল সংখ্যক পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী দান করিয়াছেন।

হযরত সইয়্যাদা মরহুমা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক জলন্ত প্রমাণ ও নিদর্শন ছিলেন। তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অনুযায়ী জন্মলাভ করিয়া তদনুযায়ী আল্লাহ্‌তাআলার অসাধারণ ফজল ও রহমত এবং বরকতের লক্ষ্যস্থল হইয়া এক আদর্শপূর্ণ ৮০ বৎসরের দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁহার মকবুল দোওয়া, রুইয়া ও কাশ্‌ফের পূর্ণতা এবং তাঁহার অগণীত কল্যাণ ও এহ্‌সানের ফলে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জামাত আহ্‌মদীয়ার লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা ও ভগ্নির জন্য এলাহী ফজল ও অনুগ্রহ লাভের এক অমূল্য ওসীলা ও সোপান ছিলেন। তিনি সর্বদা সেলসিলা আহমদীয়ার সার্বিক উন্নতি এবং সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য দোওয়ায় নিয়োজিত থাকিতেন। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। সকলই তাঁহার পবিত্র উচ্চ আদর্শ ও উন্নত রুহানী ও এলমী মর্যাদা ও অপরিসীম অবদান এবং কল্যাণরাশির কথা স্মরণ করিয়া তাঁর দরজাতের বুলন্দির জন্য দোওয়ায় নিমগ্ন।

আমরা বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া ও পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ হইতে এই মহা বেদনা-বেদনাদায়ক জামা'তী ঘটনা লগ্নে সইয়্যাদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এবং সইয়্যাদা মরহুমার পবিত্র খান্দান এবং খান্দান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অপরাপর সকল শোকসন্তপ্ত সদস্যবৃন্দ এবং বিশ্ব জামাত আহমদীয়ার সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট আমাদের আন্তরিক মর্মবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহতায়ালার দরবারে আমাদের এই দোওয়া যে, তিনি সইয়্যাদা নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে আ'লা ইল্লিইনে উচ্চস্থান দান করুন ও তাঁহার দরজা ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন, এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত সকল আত্মীয়স্বজন এবং জামাতের সকল সদস্য বৃন্দের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আহমদী ১৫ই জুন—১৯৭৭ ইং

জামাত আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলেম,
ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ মুবাল্লেগ

খালিদে-আহমদীয়াত হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ) ইন্তেকাল করিয়াছেন

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন

হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (রাঃ) রাবওয়ায় ২৯ ও ৩০ শে মে ১৯৭৭ ইং তারিখের মধ্যবর্ত্তী রাত একটায় প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার নামায জানাযা পড়ান। অতঃপর তাঁহাকে বেহেস্তী মকবেরায় বিশিষ্ট স্থানে দাফন করা হয়।

হযরত মৌলানা সাহেব সেলসেলা আহমদীয়ার একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলেম, কৃতিত্বপূর্ণ মুবাল্লেগ, অতি উচ্চ পর্যায়ের সুবক্তা ও মুনাযের (তর্কবিদ), শক্তিশালী লিখক, প্রণেতা ও সাংবাদিক এবং সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সইয়্যাদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহুল মওউদ (রাঃ -এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বধানে সেলসেলার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিপুল খেদমত সাধনের তওফিক লাভ করিয়াছেন এবং ক্রমাগত নিরলসভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি আরব দেশে (মধ্যপ্রাচ্যে) ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগ করিয়াছেন। সেখানে আরবী ভাষায় আল-বুশরা পত্রিকা জারী করেন। উহা এখনও প্রকাশ হইতেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি সহস্র সহস্র তবলীগি সফর করিয়াছেন। বাংলাদেশেও কয়েকবার আসিয়াছেন। অত্যন্ত সাফল্যের সহিত প্রখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রী, আর্য্য সমাজী হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে উপমহাদেশ বিভাগ উত্তর কালে অগণিত বহসমুবাহাসা করিয়াছেন। তিনি এই ময়দানে সর্বদা অপ্রতিদ্বন্দী বিজয়ী জেনারেলের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সকল বক্তৃতা ও লিখা শক্তিশালী, যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ, সারগর্ভ, অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইত। তিনি আরবী ভাষায়ও বক্তৃতা ও লিখা উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই সেলসেলার পত্র-পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ক্রমাগত লিখিয়াছেন। ২৫ বৎসর ধারাবাহিকভাবে তিনি নিজ খরচে আল-ফুরকান পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন। এলমী ও তবলীগি পর্যায়ে উক্ত পত্রিকা উহার উচ্চমান সর্ব মহলে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি অগণিত প্রবন্ধাদি ছাড়া প্রায় ৩০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি জামেয়া আহমদীয়া এবং জামেয়াতুল

মুবাশ্‌শেরীনের প্রিন্সিপাল এবং তালীমুল ইসলাম কলেজে লেকচারার ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ মজলিসে কারপরদাজে বেহেস্তি মকবেরার প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় মজলিস আনারুল্লাহর নায়েব সদর এবং এ্যাডিশানাল নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ (তালিমুল কুরআন ও ওক্‌ফে আরজী) হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেন।

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও আন্তরিক খেদমত এবং অবিচল বিশ্বস্ততা ও খোদা ভীরুতার জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহুল মওউদ (রাঃ) তাঁহাকে "খালিদ"-এর অতি সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার আদর্শ এ ক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য বরণীয় ও অনুকরনীয় হইয়া থাকিবে যে, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে উত্তম তরবীয়ত এবং উচ্চ শিক্ষা দান করার পর খেদমতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ওক্‌ফ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এক ছেলে জনাব আতাউল মজিব রাশেদ, এম. এ, জাপানে, দ্বিতীয় পুত্র জনাব আতাউল করীম শাহেদ, মৌলভী ফাজেল, লাইবেরিয়ায় মুবাল্লেগে ইসলাম হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র জনাব আতাউর রহীম হামেদ সিয়েরালিওনে জামাত আহমদীয়ার একটি শিক্ষাকেন্দ্রে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিতেছেন। তাঁহার এক জামাতা সেলসেলার মুরুব্বী হিসাবে খেদমত আঞ্জাম দিতেছেন। হযরত মৌলানা সাহেব (রাঃ) চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা এবং বহু নাতী ও নাতনী রাখিয়া যান। তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে দুই জন জামাতের মোবাল্লেগ—একজন পঃ জার্মানিতে আছেন, আর একজন জাপানে ভূতপূর্ব মুবাল্লিগ ছিলেন। তাঁহার তিন জন কন্যা বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্বামীদের সহিত বহির্দেশে অবস্থান করিতেছেন।

তাঁহার শিষ্যদের সংখ্যা বিপুল, এবং এই শিষ্যরা হইতেছেন সেই সকল মুজাহেদীনের পুরোভাগ, যাঁহারা আজ জামাত আহমদীয়া কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাপী ইসলামের তবলীগী জেহাদে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে বড়ই স্নেহ মমতা ভরা হৃদয় দিয়াছিলেন। আর আত্মা ছিল অতি স্বচ্ছ ও পবিত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলই তাঁহার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত সকলই তাঁহার দারাজাতের বুলন্দীর জন্য সর্বদা দোওয়া করিয়া যাইবে।

হযরত মৌলানা (রাঃ) বাস্তবতঃ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের একজন আত্মোৎস্বর্গীকৃত, বিশ্বস্ত ও সাফলকাম বুজুর্গ মুজাহিদ ছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধান সমগ্র জামাতের জন্য এক মর্মান্তিক আঘাত এবং অপূরণীয় ক্ষতিজনক।

আমাদের বিনীত দোওয়া এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাঁহাকে জান্নতুল ফেরদৌসে স্বীয় নৈকট্যের উচ্চ আসন দান করেন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত সকল পরিবারবর্গকে এবং জামাতের সকল সদস্যবৃন্দকে ধৈর্যধারণ করিবার তওফিক দেন। তাঁহার ইন্তেকালজনিত শূন্যতা নিজ কুদরত ও রহমতে পূরণ করেন এবং খেদমতের যে সুমহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, উহা কায়েম ও দায়েম থাকে এবং আমাদের সকলকে উহা অনুসরণ করার তওফিক দান করেন। আমিন।

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া কর্তৃক আয়োজিত তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার রহম ও ফজলে বিগত ২৭শে মে হইতে ৩রা জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া কর্তৃক আয়োজিত তালিম-তরবীয়তী ক্লাশ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষা কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন খোদ্দাম মজলিস হইতে মোট ১১১ জন খোদ্দাম (৭৩ জন) ও আতফাল (৪৮ জন) অংশ গ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী মজলিসগুলির নাম হইল—ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়নগঞ্জ, রেকাবী বাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঘাটুরা, ক্রোড়া, কুমিল্লা, চিটাগাং জামালপুর (সীলেট), ময়মনসিংহ, ধানীখোলা এবং আহমদনগর।

২৭শে মে শুক্রবার নামাযের পর মোহতরম জনাব মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়া কর্তৃক এই ক্লাশের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তী শুক্রবার ৩।৬।৭৭) জুমার নামাযের পর একটি মনোজ্ঞ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব সাফল্য লাভকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

তাহাজ্জুদ নামাযসহ বাজামাত নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। ইহা ছাড়া প্রাত্যহিক কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল :—

(১) আরবী ও কোরআন শিক্ষার ক্লাশ,

(২) হাদীস ও উর্দু শিক্ষা,

(৩) আলোচনা অনুষ্ঠান,

(৪) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকখানা পুস্তক অধ্যয়ন,

(৫) বক্তৃতা শিক্ষার ক্লাশ,

(৬) সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা,

(৭) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ আঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের আলোকে শিক্ষামূলক আলোচনা।

উল্লেখ্য যে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলিতেছিল বলিয়া এ বৎসর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

এই সকল বিষয়ে যাহারা শিক্ষকতার কাজ করেন তাঁহাদের মধ্যে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, (বাংলাদেশ আঞ্জুমান), মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মৌলবী সলিমুল্লা সাহেব, মৌঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া, জনাব

মকবুল আহামদ খান সাহেব, ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, ডাঃ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ সিকদার এবং কারী মাহফুজুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে যাহারা বিশেষভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মৌলবী ইসমাইল বোখারী, মোজাম্মেল হক, শাহাবুদ্দীন, মোশাররফ হোসেন, খায়রুল হক, আব্দুল বাতেন এবং আরো অনেকে। জামাতের অনেক বুজুর্গ এবং দানশীল ভ্রাতা আর্থিক কোরবানীর মাধ্যমেও আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা প্রত্যেককে উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করুন (আমিন)।

এই তালিম-তরবীয়তী ক্লাশে যোগদানকারী সকল খোদ্দাম ও আতফাল খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সহিত নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হয়।

খোদ্দামের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া হয়: (ক) সাধারণ ধর্মীয় জ্ঞান, (খ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা', 'তবলীগে হক', 'ইসলামী নীতি-দর্শন'-এর পরীক্ষা, (গ) উপস্থিতি, (ঘ) ক্লাশ নোট, (ঙ) আরবী, উর্দু, ও হাদীস, (চ) কোরআন তেলাওয়াত এবং (ছ) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়:—

(১) সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ)
(২) ওফাতে ঈসা (আঃ)
(৩) খতমে নবুয়ত
(৪) ইসলামী খেলাফত।

খোদ্দামের মধ্যে দুইটি দল করা হয় এবং প্রত্যেক দলের মধ্যে (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত বর্নিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে (ঙ) এবং (চ) বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একত্র করিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আতফালের নিম্নোক্ত বিষয়ে পরীক্ষা লওয়া হয়:— (ক) 'আমাদের শিক্ষা' পুস্তক (খ) ধর্মীয় জ্ঞান, (গ) ক্লাশ নোট, (ঘ) উপস্থিতি। (ঙ) বক্তৃতা প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় ছিল:—

১) নামায,
২) পিতামাতার প্রতি কর্তব্য
৩) সত্যবাদিতা,

৪) সৎসঙ্গ
৫) নিয়মানুবর্তিতা

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে (ক) হইতে (খ) পর্যন্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আতফালের দুইটি দলের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদেক পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভকারীদেক পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া যে সকল খোদ্দাম ও আতফাল সকল বিষয়ে সর্বমোট ৪০% পাইয়াছে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

বিভিন্ন পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নাম ঃ

(১) ধর্মীয় জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় ঃ—

খোদ্দাম— 'ক" গ্রুপ ঃ

প্রথম : অব্দুল বাতেন (কুমিল্লা)
দ্বিতীয় : আব্দুল জলিল (ঢাকা)
তৃতীয় : আব্দুল জব্বার (ঢাকা)

খোদ্দাম— 'খ' গ্রুপ ঃ

প্রথম : আব্দুল মতিন (কুমিল্লা)
দ্বিতীয় : মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী (চট্টগ্রাম)
তৃতীয় : আবুল কাসেম (কুমিল্লা)

আতফাল— 'ক' গ্রুপ ঃ

প্রথম : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (ঢাকা)
দ্বিতীয় : আব্দুল আদেল খান চৌধুরী (ঢাকা)
তৃতীয় : কামাল মোহাম্মদ খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

আতফাল— 'খ' গ্রুপ ঃ

প্রথম : মকসুদুল হক (তেজগাঁও)
দ্বিতীয় : মোঃ এহসানুল আলম (তেজগাঁও)
তৃতীয় : মনজুর হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

(২) বক্তৃতা প্রতিযোগীতা ঃ—

খোদ্দাম— 'ক' গ্রুপ ঃ

প্রথম : আব্দুল জলীল (ঢাকা)
দ্বিতীয় : আব্দুল বাতেন (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় : সাইদুজ্জামান (রেকাবী বাজার)

খোদ্দাম – 'খ' গ্রুপ :

প্রথম : আব্দুল মতিন (কুমিল্লা)

দ্বিতীয় : আবুল কাশেম (কুমিল্লা)
মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী (কুমিল্লা)

তৃতীয় : সাঈদ হাসান মাহমুদ (চট্টগ্রাম)
দস্তরউল্লাহ (চট্টগ্রাম)

আতফাল— 'ক' গ্রুপ :

প্রথম : আজহার জাভেদ চৌধুরী (কুমিল্লা)
দ্বিতীয় : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (ঢাকা)
তৃতীয় : কামাল মোহাম্মদ খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

আতফাল— 'খ' গ্রুপ :

প্রথম : জুবায়ের আহমদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
দ্বিতীয় : মনজুর হোসেন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
তৃতীয় : জসীমুদ্দীন আহমদ মস্তান (ঢাকা)

৩রা জুন জুম্মার নামাজের পর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। এই অধিবেশনে কোরআন তেলাওয়াত, আহাদনামা ও নযম পাঠের পর খোদ্দাম এবং আতফালের প্রত্যেক গ্রুপের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীগণ উপস্থিত আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের সামনে প্রশংসনীয় বক্তৃতা করেন। বিশেষভাবে আতফাল ভাইদের বক্তৃতার প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিয়া সবাই মুগ্ধ হন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ জনাব মোজাম্মেল হক সাহেব তালীম তরবীয়তী ক্লাশের রিপোর্ট পেশ করেন এবং গত বছরের তুলনায় এইবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামী বছরগুলিতে যেন এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ তালীম-তরবীয়তী ক্লাশে প্রত্যেক মজলিস হইতে অধিক সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করিয়া পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার জন্য সচেষ্ট হন, এজন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। নায়েব সদর সাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণে তালীম-তরবীয়তী ক্লাশের পরিচালক মণ্ডলী, কার্যসূচীর বিভিন্ন দায়িত্বে ন্যস্ত ব্যবস্থাপকগণ, দূর-দুরান্ত হইতে আগত অংশগ্রহণকারী খোদ্দাম-আতফাল ভাইদের অশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা ও কোরবানীর প্রশংসা করেন এবং উপস্থিত সকলের শুকরিয়া আদায় করেন।

বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে ছাত্রদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, এখানে কষ্ট স্বীকার করিয়া কয়েকদিনে-

যে তালীম ও তরবীয়ত আপনারা পাইয়াছেন, নিজেদের জীবনে উহার প্রতিফলন ও বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিতে যত্নবান থাকিবেন। ইমান, এখলাস ও তাকওয়ার আবরণে থাকিয়া খলিফার প্রতি আমাদের নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই আমাদের উন্নতি ও মুক্তি নিহিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। অন্যথায় অধঃপতনের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। তিনি ঘোষণা করেন, জামাত আহমদীয়ার অর্থাৎ ইসলামের বিজয়ের দিন দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই বিজয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। সুতরাং আমরাও যাহাতে সেই মহান বিজয়ে শরীক হইতে পারি তজ্জন্য জান, মাল, ইজ্জত ও ওয়াক্তের সর্ববিধ কোরবানী অবিরাম করিয়া যাইতে হইবে এবং যাবতীয় সৎ ও পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হইতে হইবে। অতঃপর এই ক্লাশে সন্তোষজনক উপস্থিতিতে এবং পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ তালীম-তরবীয়তী ক্লাশের আয়োজনকারী, অংশগ্রহণ কারী, পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা দানকারী সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। পরিশেষে মোহতারম আমীর সাহেবের পরিচালনাধীনে এজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে আলোচ্য ক্লাশের সমাপ্তি ঘটে।

তালীম-তরবীয়তী ক্লাশ উপলক্ষ্যে নায়েব সদর সমীপে মহ্তারম সদর সাহেব, মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া মরকজিয়া হইতে প্রাপ্ত পয়গাম :

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজিয়া, রাবোয়া
তারিখ :— ২৮ শে মে, ১৯৭৭

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনার ১৭ ই মে তারিখের চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জানিয়া খুশী হইলাম যে, খোদ্দাম ও আতফালের জন্য আপনি তালীম-তরবীয়তী ক্লাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনারা ইহাকে নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত করিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই ধরণের ক্লাশ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকিবেন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের প্রচেষ্টাকে বরকতময় ও সফল করুন। তিনি যেন তাঁহার অপার অনুগ্রহে অংশগ্রহণ-কারীগণকে এই ক্লাশ হইতে যথাসম্ভব অধিক ফায়দা হাসিল করার তৌফিক ও সুযোগ দান করেন। আল্লাহ্তায়ালা আপনার এবং বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। আমাদের জন্য দোওয়ার অনুরোধ রহিল।

এম, জি, আহমদ
সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
মরকজিয়া, রাবওয়া।

"হযরত নবাব মোবারাকা বেগম"

হযরত নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দুই কন্যার মধ্যে জেষ্ঠা। আল্লাহতায়ালার সুসংবাদ অনুসারে ২ রা মার্চ ১৮৯৭ সালে হযরত আম্মাজান নোসরত জাহান বেগমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আশি বৎসর জীবিত থাকিয়া ২২শে মে, দিবাগত রাত বারটা পাঁচ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন।

আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত। হৃদয় বিষাদময়। কিন্তু খোদার ইচ্ছাকে আমরা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করছি। কারণ যিনি ডেকেছেন তিনি আমাদের চাইতে সর্বাদিক স্নেহ মমতা করেন। মানুষ মরণশীল, এই আবাস ভূমি নশ্বর। স্কুলে তিনি লেখা পড়া করেন বটে। তবে ঘরেই তাঁহার তালিম ও তরবিয়াতের ব্যবস্থা হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রায় এগার বৎসর তরবিয়াত দান করেন। তারপর আম্মাজানের (রাঃ) তরবিয়াতে এবং মোসলেহ মওউদের (রাঃ) সহযোগিতা ও পরামর্শে তিনি লালিত পালিত হন।

হযরত বেগম সাহেবা একজন বুজুর্গ ছিলেন। বিশিষ্ট বুজুর্গ হিসাবেই জমাতে তাঁহার স্থান। সবাই জানেন, জামাত তাঁহার নিকট সর্বদাই দোওয়ার আবেদন করত। আমরাও দোওয়ার জন্য লিখেছি, বলেছি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা যা দেখেছি তার মধ্যে দু'একটিই উল্লেখ করব। এই সমস্ত মানুষ যে কেন এত তাড়াতাড়ি মারা যান, তা খোদাতায়ালাই জানেন। কারণ এঁরা নিজের ছেলেমেয়ে নাতী নাতনীদেরকে যেমন আদর স্নেহ করেছেন, অন্যান্যদেরকে তেমনিই স্নেহ করেছেন। যদিও উভয় শ্রেণীর স্নেহের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে তবে থাকতে পারে। আমি সেই পার্থক্য অনুভব করিনি, অনেক বার তাঁহার নিকট গিয়েছি। বেশীর ভাগই তাঁহার নাতিদের সাথে। আমরা ছোট থাকতে তিনি নিজের হাতেই খাবার এটা ওটা দিতেন। এমন কি আমরা কোন সময় গিয়ে বলতাম যে, বরফী খাওয়াতে হবে, অল্প খাওয়ালে চলবে না। আপনি তো নবীর মেয়ে। কৃপনতা করলে চলবে না। যখনই গিয়েছি কিছু না কিছু খেতে দিয়েছেন। একবারের ঘটনা, লাড্ডু মাত্র একটি ছিল। তিনি আমাকে দিলে পর আমারই এক অন্তরংগ বন্ধু তাঁহার এক নাতী বলল যে, আস্ত লাড্ডুই মাহমুদকে দিলেন? হেঁসে বললেন; "মাহমুদ কতদূর থেকে এসেছে। তা ছাড়া হযরত সাহেবের এলহাম আছে, বাংগালীদের অন্তর জয় করা হবে। তোমার বন্ধু হিসাবে আমি বাচ্চাকে মিষ্টি দেই নাই, বরং হযরত সাহেবের এলহামের উপর আমল করাই আমার আসল উদ্দেশ্য।"

তারপর আমরা ত বড় হবার কারণে আর সময়ের অভাবে বেশী করে যেতে পারিনি। যাওয়া উচিত ছিল, কারণ এই ফুল সর্বদা ফোটে না। ভবিষ্যতের ইতিহাস তো রচিত হবে এঁদের ঘটনাবলী নিয়ে। সেদিন দূরে নয়, যখন এঁদের সান্নিধ্য পায়নি বলে বহু লোক অশ্রুপাত করবে। এঁদের জন্ম ও মৃত্যুর দিন স্মরণ করবে।

গত বছর মার্চ মাসে যখন আমারের রিফ্রেশার ক্লাশ হয়, তখন আমরা সবাই তাঁহার নিকট নসিহত লইবার জন্য গিয়েছিলাম। পর্দার আড়ালে বসে আমাদেরকে বহু কিছু শুনালেন। তাঁর কথার মধ্যে যেন নেকী ভরপুর। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কোরআন হাদীস পড়েছ। প্রকৃত তৌহিদ তোমাদের অন্তরে সর্বদা কায়েম থাকুক, তোমাদের দায়িত্ব এত বিরাট এবং অবস্থা এতই প্রতিকুলে যে, সম্ভবতঃ তোমরা এখন তা অনুভব করনি। কারণ তোমরা আদর্শ দেখাবে, তরবিয়াত করবে, তাবলীগ করবে। তোমাদের জীবনই এ কাজের জন্য! অপর দিকে তোমাদের নিকট পার্থিব সম্পদ নেই। যার জন্য আজ সারা বিশ্ব দৌড়াচ্ছে। বিশ্ববাসী মহাদন্দে লিপ্ত। তারা যত পায় তত চায়। তাদের অন্তরে স্বস্তি নেই। কিন্তু তোমরা এর ঠিক বিপরীত দিকে চলেছ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জন্য যে কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম করেছেন তা তোমরা শুনেছ; আমরা দেখেছি।

আমি সর্বদা জমাতের জন্য দোওয়া করি। প্রত্যেক সেজদায় দোওয়া করি, ইহা খোদার বিশেষ ফজল মনে করি। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি। স্মরণ শক্তি কমে গেছে। কিন্তু সর্বদা আমি এই দোওয়া করে যাচ্ছি যে, জামাতের যারা অসুস্থ, খোদাতায়ালা তাদেরকে আরোগ্য দিন। ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন। যারা চাকরীরত, তাদের উন্নতি হউক, যাদের চাকরী নাই তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা খোদা করে দিন। যারা মামলা মোকদ্দমায় জড়িত খোদা সম্মানের সাথে তাদেরকে রক্ষা করুন। মেয়েদের বিবাহ নিয়ে যে মা-বাবগণ পেরেশান, খোদাতায়ালা তাদের জন্য সুবন্দোবস্ত করুন।

আমি যখন আট কি নয় বৎসরের ছিলাম, তখনকার কথা তোমাদেরকে বলছি। কাদিয়ানে আম্মাজান হযরত সাহেবের জন্য ডিম-ভাত রান্না করে খাদেমার হাতে হযরত সাহেবের প্রকোষ্ঠে পৌঁছাবার জন্য দিয়েছিলেন। হযরত সাহেব তখন কোন বই লেখার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের ঘরে তখন কয়েক জন গয়ের আহমদী মেয়ে লোক ছিলেন। খাওয়া দেখে তারা বললেন যে, নবী ডিমও খায় নাকি? এ কথাটি শুনে হযরত মসীহ মওউদ বললেন, এরা কি মনে করে যে, সকল ভাল বস্তু এদের জন্য, নবী কি ভাল খাদ্য খেতে পারেন না। আল্লার হালাল বস্তু সকলের জন্য। হযরত মসীহ মওউদ কোন

সময়ই পছন্দ করতেন না যে, কোন মেয়ে উঁচু ডাকে কথা বলুক। আমরা তখন খুবই ছোট ছিলাম। তথাপি আমাদেরকে আস্তে কথা বলবার জন্য প্রায়ই বলতেন।"

হযরত বেগম সাহেবা অতি শৈশব হতেই দোয়া করার বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। ছোট বয়সেই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহাকে দোয়ার জন্য বলতেন এবং এ কথাও বলতেন যে, কোন স্বপ্ন দেখলে আমাকে বলিও। তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেহ আমাদের ঘরের কড়া নাড়ছে। আমি দরজা খুলে দেখলাম মৌলনা নূরুদ্দীন, দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, আমাকে চেন? আমি বললাম যে, হাঁ চিনি! আপনি মৌলনা নূরুদ্দীন। তিনি বললেন যে, না। আমি নূরুদ্দীন নই। আমি আবু বকর। এরপর আমি জেগে উঠি। সকালে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এই স্বপ্নটির কথা বলার পর তিনি বললেন "তোমার আম্মাকে এই স্বপ্ন বলিও না"। ইহা হযরত সাহেবের মৃত্যুর কিছুদিন আগের ঘটনা।

হযরত বেগম সাহেবা স্কুল কলেজে লেখা পড়া করেননি বটে তবে এমন পরিবেশে গড়ে উঠেছিলেন যে, ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। কারণ নবীর নিকট যে জ্ঞানলাভ করা যায় তা অন্য কোথাও লাভ করা যায় না। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। বই আকারে তা প্রকাশিত হয়েছে বহুবার। আর প্রবন্ধ লিখেছেন বহু। বেশীর ভাগই যিকরে হাবিব সম্বন্ধে। আবার বহু উদ্বোধনী বক্তৃতাও চেপেছে। বই আকারে এখনও প্রকাশ হয়নি। সবগুলোই ছেপেছে পত্র পত্রিকায়।

তাঁহার উর্দু প্রবন্ধগুলো খুবই চমৎকার এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মর্মস্পর্শী। ইমানের কথায় ভরপুর। ভাষা বলিষ্ঠ। লেখার ভংগী আশ্চার্য। খোদাতায়ালার নিকটে আমরা কাতর প্রার্থনা করছি যে, তিনি বেগম সাহেবাকে তাঁহার সান্নিধ্য দান করুন ও জান্নাতে ফিরদৌসে স্থান দান করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করবেন এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবেন। তিনি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছেন। ইহা হযরত মসীহ মওউদের (আঃ)-এর সত্যতার এক জলন্ত নিদর্শন।

—মাহমুদ আহমদ (রবওয়া)

আহমদী ১৫ই জুন—১৯৭৭ ইং

সংবাদ

খিলাফত দিবস উদ্‌যাপিত

বিগত ২৭শে মে, ১৯৭৭ইং রোজ শুক্রবার বাংলাদেশের ভিবিন্ন জামাতে পূর্ণ মর্যাদার সহিত খিলাফত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন স্থান যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, ঘাটুরা, সুন্দরবন(খুলন), রংপুর, আহামদনগর (দিনাজপুর), হইতে প্রেরিত রিপোর্ট সমূহে প্রকাশ যে, এই সকল জামাতে খিলাফত দিবস উপলক্ষে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ খিলাফতের পটভূমিকা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং কল্যাণসমূহ বিষয়ে সারগর্ভ মর্মস্পর্শী ও বিশদ আলোচনা করেন। সংকুলানের অভাবে পত্রিকায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

ঢাকায় দারুত তবলীগ মসজিদে উক্ত রোজ বাদ জুমা খোদ্দামের তা'লীম তরবীয়তী ক্লাশ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশ হইতে আগত খোদ্দাম আতফাল এবং ঢাকা জামাতের বিপুল সদস্য বৃন্দের সমাবেশে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার মহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে মহতারম সভাপতি সাহেব সহ অন্যান্য সকল বক্তা সারগর্ভ ও বিস্তারিত বক্তব্য রাখিয়া খিলাফতের অপরিহার্যতা, উহার উপর দৃঢ় ঈমান এবং খলিফার প্রতি সকলের অকুণ্ঠ এতায়াতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিশেষে হযরত আমীরুলমুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া এজতেমায়ী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

আহ্‌মদী রিপোর্ট

"যিকরে খাইর" সভা

ও সমবেদনা জ্ঞাপন

জামাত আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুজর্গ হযরত সইয়্যাদা নবাব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রাঃ) এবং হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (রাঃ) উভয়ের ইন্তেকালে ঢাকায় ৩রা জুন এবং ১০ই জুন ১৯৭৭ ইং বাদ জুময়া নামায জানাযা গায়েব পড়া হয়। নামায পড়ান মহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া। অতঃপর উক্ত উভয় দিন তাঁহার সভাপতিত্বে বুজুর্গদ্বয়ের পবিত্র জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবার পর সর্বসম্মতিক্রমে সমবেদনা জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এবং উভয় বুজুর্গের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁহাদের রুহের দারাজাত বুলন্দীর জন্য ইজতেমায়ী দোওয়াও করা হয়।

অনুরূপভাবে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া এবং আরও কয়েকটি জামাতে উভয় বুজুর্গের ইন্তেকালে সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবানের সভাপতিত্বে 'যিকরে খাইর' সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় বুজুর্গের মহান গুনাবলী, আহ্‌মদীয়তের ইতিহাসে তাঁহাদের কল্যাণময় ভুমিকা এবং তাঁহাদের উচ্চস্থান ও মর্যাদা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের রুহের দারাজাত বুলন্দীর জন্য কাতরভাবে দে'ওয়া করা হয়, এবং গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃগীত প্রস্তাবাবলী হুজুর আকদাস (আইঃ) এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট প্রেরণ করা হয়।

উক্ত জামাত সমূহের পক্ষ হইতে প্রেরিত বিস্তারিত রিপোর্ট সমূহ পত্রিকায় স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় আমরা দুঃখীত। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

সইয়্যাদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর একটি পবিত্র পত্র

R a b w a h,
Dated 20. 4. 1977

Dear Brother,

Assalamo Alaikum. Thank you for your letter of 24/4/77.

May the construction of the Mosque be completed soon, prove to be symbol of the unity of the members of the Jamaat and attract many new members by the continued efforts of the members.

May you all remain steadfast in faith, serve the cause of Islam and Ahmadiyyat to the best of your abilities. Amin.

Yours sincerely,
(Mirza Nasir Ahmad)
Khalifatul Masih III

রবওয়া—
২০/৪/৭৭

প্রিয় ভাই,

মসজিদ নির্মান শীঘ্র সম্পন্ন হউক, জামাতের সদস্যবৃন্দের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে প্রমাণিত হউক, এবং সদস্যদের অব্যাহত প্রচেষ্টার দ্বারা নতুন নতুন সদস্য আকৃষ্ট হউক। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সবাইকে ইমানে কায়েম রাখুন, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের খেদমতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার তওফিক দিন।

আপনার বিশ্বস্ত
মির্যা নাসের আহ্‌মদ
খলিফাতুল মসীহ্‌

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত; বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Publis ed & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca-1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar